প্রথম আলো

13 OCT 2017

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈধ সিনেটের জন্য ছাত্র সংসদ পূর্বশর্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের অসামান্য তাৎপর্য রয়েছে। এই রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যে বৈধ সিনেটই কেবল বৈধ উপাচার্য উপহার দিতে পারে। অথচ বৈধভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ সিনেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক জীবনে শেষ কবে দেখা গিয়েছিল তা ঠাহর করা রীতিমতো একটি দুরূহ গবেষণার বিষয়। তবে এ নিয়ে সন্দেহ সামান্যই যে গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের মান-মর্যাদা ও ঐতিহ্য ধীরে ধীরে ধূসর হতে ধূসরতর হয়ে চলেছে।

আমরা আশা করব, হাইকোর্ট বিভাগের ১০ অক্টোবরের রায়টি একটি 'দৃষ্টি উন্মোচনী' রায় হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা বিবেচনায় নেবেন। গত ২৯ জুলাই সিনেটের বিশেষ সভায় সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ তিন সদস্যের যে প্যানেলটি ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে নতুন প্যানেল নির্বাচন এখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে একাদিক্রমে দুবারের বেশি উপাচার্য হওয়ার পথ রুদ্ধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় একটি বিশেষ দল-সমর্থিত শিক্ষকদের অস্বাভাবিক তৎপরতায় সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের একটি প্রশ্নবিদ্ধ মহড়াও আমরা দেখেছি। ওই নির্বাচনে বিশেষ দলীয় পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেও তাঁরা ছাত্র সংসদ না থাকার বিষয়ে বিচলিত নন। তাঁরা মনে হচ্ছে ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সংখ্যার বিচারে গণ্য করে থাকেন। কিন্তু ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব বৈধ সিনেট গঠনপ্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের মূলমন্ত্র হলো সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতিনিধিত্ব। অথচ সমগ্র ছাত্রসমাজ ও গণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছে যে এই রাষ্ট্রে অনির্দিষ্টকাল ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনচর্চা স্থগিত রাখা হয়েছে। আবার ছাত্র প্রতিনিধির বাইরে অন্যান্য স্তরের প্রতিনিধিদের যে প্রক্রিয়ায় সিনেটে অন্তর্ভুক্ত করার অনুশীলন চলছে, তাতে আইনের আক্ষরিক দিক কোনোমতে রক্ষা পেলেও এর চেতনা ভূলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে। সবশেষ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনটি ছিল একটি প্রহসন। এটা লক্ষণীয় যে অংশীজনদের কেউ কিন্তু ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিত্ব না থাকা নিয়ে বৈধতার প্রশ্ন তোলেননি। ১৫ রেজিস্ট্রার গ্র্যাজুয়েটের যাঁরা আলোচ্য মামলার রিট করেছেন; তাঁরা বলেছেন, রেজিস্ট্রার গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধি ছাড়া সিনেট যথাযথভাবে গঠন হয় না।

রায় অনুসারে, আগামী ছয় মাসের মধ্যে সিনেটের সব অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য উপাচার্য প্যানেল কি জাতি দেখতে পাবে? নতুন উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত উপাচার্য দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন সেটাই প্রত্যাশা। অস্থায়ী উপাচার্যের মেয়াদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দীর্ঘায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।